গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা

বিষয়: রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অক্টোবর ২০১৯ মাসিক অভ্যন্তরীণ সমন্বয়সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি	:	জনাব মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
তারিখ	:	২৭ অক্টোবর ২০১৯
সময়	:	সকাল ১০:০০ টা
স্থান	:	মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ (৯ম তলা), রেলভবন, ঢাকা।

উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ পরিশিষ্ট ‘ক’ দ্রষ্টব্য।

০২। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর সভাপতি সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য উপসচিব (প্রশাসন-২)-কে অনুরোধ করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-২) বলেন যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ে সদ্য দু’জন কর্মকতা যোগদান করেছেন এবং মন্ত্রণালয়ে কর্মরত তিনজন কর্মকর্তা যুগ্মসচিব হতে অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে সভাপতি অভিনন্দন জানান এবং তাঁদেরকে ফুল দিয়ে বরণ করেন। তিনি যোগদানকৃত কর্মকর্তাদ্বয়কে স্বাগত জানান এবং তাঁদেরকে সার্বিক সহায়তা দেয়ার জন্য উপস্থিত সকলের প্রতি আহবান জানান। অত:পর উপসচিব (প্রশাসন-২) আলোচ্যসূচি অনুযায়ী ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক অভ্যন্তরীণ সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করেন এবং কোন আপত্তি/সংশোধনী না থাকায় উক্ত কার্যবিবরণীটি অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে গত সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়।

০৩। সভায় বিস্তারিত বিষয়াদি ইংরেজিতে আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়ঃ

<table>
<tr><th>ক্রম:</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td>৩.১</td><td>মন্ত্রণালয়ে জনবল নিয়োগ</td><td>সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-১) সভায় জানান যে, যোগ্য প্রার্থী বাছাইয়ের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ (বিআইএম)-এর মাধ্যমে লিখিত পরীক্ষা ও উত্তরপত্র মূল্যায়ণ করা হবে কিনা সে বিষয়ে সদয় সিদ্ধান্তের নিমিত্ত নথি উপস্থাপন করা হয়েছে। তিনি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে শুন্য পদের বিপরীতে প্রাপ্ত আবেদনের নিম্নোক্ত তথ্যাদি উপস্থাপন করেন:
<table>
<tr><th>ক্র: নং</th><th>পদের নাম</th><th>বিজ্ঞপ্তিকৃত পদের সংখ্যা</th><th>আবেদনকারীর সংখ্যা</th></tr>
<tr><td>০১।</td><td>সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর</td><td>১</td><td>২৪২</td></tr>
<tr><td>০২।</td><td>কম্পিউটার অপারেটর</td><td>৪</td><td>৬২৮</td></tr>
<tr><td>০৩।</td><td>ডাটা এন্ট্রি অপারেটর</td><td>১</td><td>২২১</td></tr>
<tr><td>০৪।</td><td>অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর</td><td>৪</td><td>৩৬৪৮</td></tr>
<tr><td>০৫।</td><td>ক্যাশ সরকার</td><td>১</td><td>২৩২</td></tr>
<tr><td>০৬।</td><td>অফিস সহায়ক</td><td>৭</td><td>৫৪৫৮</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>১৮</td><td>১০৪২৯</td></tr>
</table>
আলোচনায় অংশ নিয়ে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) বলেন যে, নিয়োগ পরীক্ষা সম্পন্ন করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অর্থের প্রাক্কলন তৈরি করা যেতে পারে।

সভাপতি বলেন যে নিয়োগ পরীক্ষা সম্পন্ন করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যয়ের প্রাক্কলন তৈরি করতে হবে এবং সুষ্ঠুভাবে নিয়োগ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিয়োগ প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।</td><td>(ক) নিয়োগ পরীক্ষা সম্পন্ন করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যয়ের প্রাক্কলন তৈরি করতে হবে; এবং

(খ) সুষ্ঠুভাবে নিয়োগ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিয়োগ প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।</td><td>অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/যুগ্মসচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
<tr><td>৩.২</td><td>অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ</td><td>উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০ অর্থবছরের অনুমোদিত প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গত ০৯ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে রেলপথ</td><td>(ক) APA, NIS এবং ইনোভেশন কর্ম-পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা এবং বার্ষিক ৬০ জনঘন্টা</td><td>যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
</table>

ক্রম:	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে একদিনের একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া, মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে গত ১৩-১৫ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে 'ইউনিকোড ও কম্পিউটার ব্যবহার' এবং "Short Course on Food & Beverage"-এর মৌলিক বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়েছিল। এ পর্যন্ত ১৬ জনঘন্টা প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। সভাপতি বলেন যে APA, NIS এবং ইনোভেশন কর্ম-পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা এবং বার্ষিক ৬০ জনঘন্টা অর্জনের জন্য অনুমোদিত প্রশিক্ষণসূচি'র আলোকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে হবে। তিনি প্রশিক্ষণে অতিথি বক্তা হিসেবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের দক্ষ কর্মকর্তাকে আমন্ত্রণ জানানোর নির্দেশনা দেন।	প্রশিক্ষণসূচি'র আলোকে নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে; এবং (খ) প্রশিক্ষণে অতিথি বক্তা হিসেবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগের দক্ষ কর্মকর্তাকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে।	
৩.৩	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন	যুগ্মসচিব (বাজেট ও পরিবীক্ষণ) সভায় জানান যে, ২০১৯-২০ এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রার প্রথম কোয়ার্টারের অর্জনের ওপর প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে প্রতিমাসে সভা করা হচ্ছে এবং মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য একটি ছক প্রস্তুত করে সকলকে সরবরাহ করা হয়েছে। তিনি এপিএ বাস্তবায়নের সংশ্লিষ্ট সকলের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করেন। সভাপতি এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি অনুরোধ জানান। তিনি গত বছরের ন্যায় উচ্চ ও মধ্যম ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে কার্যক্রম/সূচক চিহ্নিত করে সেগুলির বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার নিমিত্ত রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/দপ্তরের সাথে ছোট ছোট গ্রুপ করে নিয়মিত সভা করার নির্দেশনা দেন। তিনি এ বিষয়ে সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করারও নির্দেশনা দেন।	(ক) এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে উচ্চ ও মধ্যম ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে কার্যক্রম/সূচক চিহ্নিত করে সেগুলির বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার নিমিত্ত রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/দপ্তরের সাথে ছোট ছোট গ্রুপ করে নিয়মিত সভা করতে হবে; এবং (খ) এপিএ'র সর্বশেষ বাস্তবায়ন আগ্রগতি মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (বাজেট ও পরিবীক্ষণ), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩.৪	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন	উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, গত ১৫ অক্টোবর ২০১৯ তারিখ রেল সেবার মানোন্নয়নে করণীয় নির্ধারণের জন্য সংশ্লিষ্টদের নিয়ে "অংশীজন সভা" (২০১৯-২০ অর্থবছরের ১ম সভা) অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া, গত ১৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে নৈতিকতা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনি আরও বলেন ২০১৯-২০ অর্থবছরের কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমগুলো যথাযথ ও নির্ধারণ সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য সকল অনুবিভাগ প্রধানকে অনুরোধ করা হয়েছে। সভাপতি বলেন যে, NIS কর্ম-পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে এবং এ বিষয়ে সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। তিনি রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর উপস্থিতিতে কমলাপুর রেল স্টেশনে একটি গণশুনানীর আয়োজনের জন্য নির্দেশনা দেন।	(ক) ২০১৯-২০ অর্থবছরের NIS কর্ম-পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমগুলি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে; এবং (খ) NIS কর্ম-পরিকল্পনার সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিমাসের অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর উপস্থিতিতে কমলাপুর রেল স্টেশনে একটি গণশুনানীর আয়োজন করতে হবে।	১। অনুবিভাগ প্রধান (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। উপসচিব (প্রশাসন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩.৫	বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি	উপসচিব (প্রশাসন-৩) সভায় সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাস পর্যন্ত রেলপথ মন্ত্রণালয়ের বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত নিম্নোক্ত তথ্যাদি উপস্থাপন করেন:	(ক) অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলাগুলো নিষ্পত্তির জন্য পর্যালোচনা সভা করতে হবে; এবং	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

<table>
<tr><th>ক্রম:</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>পূর্ব মাসের জের</th><th>সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসে প্রাপ্ত</th><th>সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসে নিষ্পত্তি</th><th>মোট অনিষ্পন্ন</th><th>৩ মাসের কম</th><th>৩ মাসের উর্ধ্বে</th><th>৬ মাসের উর্ধ্বে</th></tr>
<tr><td>৪৫</td><td>-</td><td>-</td><td>৪৫</td><td>৩</td><td>০</td><td>৪২</td></tr>
</table>
সভাপতি বলেন যে, অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলাগুলো নিষ্পত্তির জন্য পর্যালোচনা সভা করতে হবে এবং অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।
</td><td>(খ) অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।</td><td></td></tr>
<tr><td>৩.৬</td><td>অডিট আপত্তি</td><td>সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট-১) সভায় জানান যে, সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত রেলপথ মন্ত্রণালয়ের কোন অডিট আপত্তি পেন্ডিং নেই। তবে, বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালকের কার্যালয়ে ৭৪৩টি, মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব)-এর কার্যালয়ে ৯৮৩৬টি এবং মহাব্যবস্থাপক (পশ্চিম)-এর কার্যালয়ে ৮৯৪৯টিসহ মোট ১৯৫২৮টি অডিট আপত্তি পেন্ডিং রয়েছে। এ বিষয়টি মাসিক সমন্বয়সভায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে। তিনি আরও জানান যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অনিষ্পন্ন অডিট হালনাগাদ তথ্য পাওয়ার সুবিধার্থে এবং সকলকে অবহিত করার জন্য একটি সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। উক্ত সফটওয়্যারে তথ্য-উপাত্ত আপলোডের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এটি সফল হলে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সকলকে অবহিত করা সম্ভব হবে।

সভাপতি অডিট আপত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রমগুলি গুরুত্বসহকারে সম্পন্ন করার নির্দেশনাসহ প্রস্তুতকৃত সফটওয়্যারটি যথাযথভাবে ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা দেন।</td><td>অডিট আপত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রমগুলো গুরুত্বসহকারে সম্পন্ন করতে হবে এবং প্রস্তুতকৃত সফটওয়্যারটি যথাযথভাবে ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।</td><td>অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি) রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
<tr><td>৩.৭</td><td>ই-ফাইলিং ও ভিডিও-কনফারেন্স</td><td>সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট সভায় সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসে ই-ফাইলে নথি এবং ডাক নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নোক্ত ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন:
<table>
<tr><th>ক্রঃ নং</th><th>বিষয়</th><th>আগস্ট ২০১৯</th><th>সেপ্টেম্বর ২০১৯</th><th>বৃদ্ধি</th><th>হ্রাস</th></tr>
<tr><td>১।</td><td>নথি</td><td>৪৩.৭৮ %</td><td>৪৮.৪৯ %</td><td>(৪৮.৪৯ – ৪৩.৭৮) % = ৪.৭১ %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>২।</td><td>ডাক</td><td>২৭.৬২ %</td><td>৩৩.১১ %</td><td>(৩৩.১১-২৭.৬২)% = ৫.৪৯ %</td><td>-</td></tr>
</table>
তিনি আরও জানান যে, মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মধ্যে ই-নথি কার্যক্রম বাস্তবায়নে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসে অবস্থান ১৬তম, যা জুলাই ২০১৯ মাসের তুলনায় ১ ধাপ এগিয়েছে।

সভাপতি বলেন যে, সকল অনুবিভাগে ই-ফাইলিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে এবং এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে। তিনি ফ্রন্টডেস্ক-এর মাধ্যমে পত্রগহণ এবং ই-নথি সিস্টেম ব্যবহার করে উক্ত পত্রাদি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার নির্দেশনা দেন। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সভা করার ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন যে মন্ত্রণালয়ের প্রত্যেক অনুবিভাগ থেকে মাসে কমপক্ষে ১টি করে ভিডিও কনফারেন্স আয়োজন করতে হবে।</td><td>(ক) এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল শাখায় ই-নথির ব্যবহার, কমপক্ষে শতকরা ৭০ ভাগ নথি ই-ফাইলিং-এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি এবং শতকরা ৬০ ভাগ পত্র ই-নথিতে জারি নিশ্চিত করতে হবে;
(খ) ফ্রন্টডেস্ক-এর মাধ্যমে পত্রগহণ এবং ই-নথি সিস্টেম ব্যবহার করে উক্ত পত্রাদি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হবে; এবং
(গ) মন্ত্রণালয়ের প্রত্যেক অনুবিভাগ থেকে মাসে কমপক্ষে ১টি করে ভিডিও কনফারেন্স আয়োজন করতে হবে।</td><td>অনুবিভাগ প্রধান (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়;</td></tr>
<tr><td>৩.৮</td><td>পরিদর্শন</td><td>উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, শাখা পরিদর্শন সংক্রান্ত বিষয়ে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি) গত ২২-২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ খুলনা হতে মংলা পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

তিনি আরও বলেন যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ে ০৯টি অধিশাখা এবং অধিশাখার আওতাধীন ১৮টি শাখা রয়েছে। প্রতি ০২ মাসে ১টি শাখা এবং প্রতি ০৩ মাসে ০১ অধিশাখা পরিদর্শন করার বিধান</td><td>(ক) প্রমাপ অনুযায়ী শাখা/অধিশাখা এবং উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন করতে হবে এবং প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে; এবং</td><td>১। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>রয়েছে। সে হিসেবে প্রতি মাসে ০৯টি শাখা এবং ০৩টি অধিশাখা পরিদর্শন করা প্রয়োজন। তিনি ২০১৯-২০ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায় ৩০টি পরিদর্শন এবং উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত সুপারিশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে মর্মেও উল্লেখ করেন।

সভাপতি প্রমাপ অনুযায়ী শাখা/অধিশাখা এবং উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা দেন। তিনি শাখা/অধিশাখা পরিদর্শন সংক্রান্ত প্রমাপ এবং অর্জন সম্পর্কিত তথ্যাদি একটি ছকের মাধ্যমে উপস্থাপনের জন্যও নির্দেশনা দেন।</td><td>(খ) শাখা/অধিশাখা পরিদর্শন সংক্রান্ত প্রমাপ এবং অর্জন সম্পর্কিত তথ্যাদি একটি ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হবে।</td><td>২। উপসচিব (প্রশাসন-২) রেলপথ মন্ত্রণালয়</td></tr>
<tr><td>৩.৯</td><td>অনিষ্পন্ন বিষয়</td><td>উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় বলেন যে আইন অনুবিভাগের ৩টি বিষয় অনিষ্পন্ন রয়েছে। এছাড়া, অন্যান্য অনুবিভাগ থেকে অনিষ্পন্ন বিষয়ের কোন তালিকা পাওয়া যায়নি।

সভাপতি অনিষ্পন্ন বিষয়াদি কতদিন ধরে অনিষ্পন্ন রয়েছে ও নিষ্পত্তির জন্য গৃহীত ব্যবস্থাদির বিবরণ (তাগিদপত্র ইস্যুর তথ্যসহ) একটি ছকে উপস্থাপন করতে বলেন। তিনি অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য নির্দেশনা দেন।</td><td>অনিষ্পন্ন বিষয়াদি কতদিন ধরে অনিষ্পন্ন রয়েছে ও নিষ্পত্তির জন্য গৃহীত ব্যবস্থাদির বিবরণ একটি ছকে উপস্থাপন করতে হবে এবং অনিষ্পন্ন বিষয়াদি দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।</td><td>সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
<tr><td>৩.১০</td><td>মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, রেলওয়ে নিরাপত্তা ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান</td><td>উপসচিব (প্রশাসন-১) মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক সেপ্টেম্বর/২০১৯ মাসে পরিচালিত মোবাইল কোর্ট সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নোক্ত ছকে উপস্থাপন করেন:
<table>
<tr><th>ক্রম:</th><th>মাসের নাম</th><th>অভিযান সংখ্যা</th><th>মামলা</th><th>জরিমানার পরিমান</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>০১।</td><td>সেপ্টেম্বর ২০১৯</td><td>০৫টি</td><td>১১১টি</td><td>১৭,১৬০/=</td><td>কোন আসামীকে জেল দেওয়া হয়নি।</td></tr>
</table>

তিনি আরও বলেন যে, মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ রেলস্টেশন ও ট্রেনের ভিতরের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করে থাকেন এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনা শেষে আলাদা প্রতিবেদনও প্রেরণ করেন। এ সময় নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে ট্রেনের ছাদে যাত্রী ওঠা এবং বিনা টিকেটে যাত্রী ভ্রমণরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় বলেও সভায় অবহিত করেন।

সভাপতি মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।</td><td>(ক) কমলাপুর, বিমানবন্দর, টঙ্গী, জয়দেবপুর, ভৈরব, এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশনসহ দেশের বড় বড় স্টেশনগুলোতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে;
(খ) ট্রেন এবং রেলস্টেশনে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ অব্যাহত রাখতে হবে; এবং
(গ) বিনা টিকেটে যাত্রীদের ট্রেনে ভ্রমণ রোধ এবং ছাদে ওঠা বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।</td><td>১। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
<tr><td>৩.১১</td><td>মন্ত্রণালয়ের কর্মকতা-কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প</td><td>অতি: সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বলেন যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের কর্মকতা-কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য একটি খসড়া ডিপিপি তৈরির জন্য যুগ্মসচিব (উন্নয়ন-২)-কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। তিনি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত এ ধরণের প্রকল্প সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং একটি খসড়া প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছেন।

সভাপতি বলেন যে, মন্ত্রণালয়ের কর্মকতা-কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জরুরিভিত্তিতে একটি খসড়া ডিপিপি করে পরবর্তী মাসিক সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td><td>মন্ত্রণালয়ের কর্মকতা-কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জরুরিভিত্তিতে একটি খসড়া ডিপিপি তৈরি করে পরবর্তী মাসিক সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td><td>যুগ্মসচিব (উন্নয়ন-২) রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
<tr><td>৩.১২</td><td>সিটিজেন্স চার্টার বাস্তবায়ন</td><td>উপসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের জন্য একটি সিটিজেন্স চার্টার প্রস্তুত করে ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। উক্ত সিটিজেন্স চার্টারটি হালনাগাদ করা প্রয়োজন এবং উক্ত চার্টার অনুযায়ী সেবা প্রদান কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করত: অগ্রগতি প্রতিবেদন এ সভায় উপস্থাপন করার জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে।

আলোচনায় অংশ নিয়ে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা)</td><td>(ক) মন্ত্রণালয়ের সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য আলাদা একটি সভা করতে হবে;

(খ) সিটিজেন্স চার্টার অনুযায়ী সেবা প্রদান কার্যক্রম পরিবীক্ষণের নিমিত্ত বিভিন্ন</td><td>১। সিনিয়র সহকারি সচিব (প্রশাসন-১) (রেলওয়ে অপারেশন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
</table>

ক্রম:	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		বলেন যে সিটিজেন্স চার্টার মনিটরিং এর জন্য মন্ত্রণালয়ে একটি ছক রয়েছে এবং ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। সভাপতি বলেন যে মন্ত্রণালয়ের সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য আলাদা একটি সভা করতে হবে। তিনি সিটিজেন্স চার্টার অনুযায়ী সেবা প্রদান কার্যক্রম পরিবীক্ষণের নিমিত্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত পদ্ধতি/ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে উক্ত সভায় উপস্থাপনের জন্য নির্দেশনা দেন। সভাপতি সিটিজেন্স চার্টার বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজনের নির্দেশনা দেন।	মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহিত পদ্ধতি/ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে উক্ত সভায় উপস্থাপন করতে হবে; এবং (গ) সিটিজেন্স চার্টার বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে হবে।	২। উপসচিব (প্রশাসন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩.১৩	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস)	উপসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, সেপ্টেম্বর/২০১৯ মাসে কোন অভিযোগের তথ্য পাওয়া যায়নি। তিনি আরও বলেন, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা তৈরি করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অনুরোধ করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশিকা অনুসরণে মন্ত্রণালয়ে একজন অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া, এ বিষয়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সফটওয়্যার (www.grs.gov.bd) তৈরি করা হয়েছে। উক্ত সফটওয়্যার ব্যবহার করে প্রাপ্ত অভিযোগ (যদি থাকে) নিষ্পত্তি করে অগ্রগতি প্রতিবেদন এ সভায় উপস্থাপন করা যেতে পারে। সভাপতি বলেন যে, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা নির্দেশিকা অনুযায়ী রেলপথ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট অভিযোগ নিষ্পত্তি করতে হবে এবং এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন এ সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা নির্দেশিকা অনুযায়ী রেলপথ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট অভিযোগ নিষ্পত্তি করতে হবে এবং এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন এ সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	১। যুগ্মসচিব (প্রশাসন-১) ও অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। উপসচিব (প্রশাসন-৩), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩.১৪	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট সভায় জানান যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনার ৪.১ নং ক্রমিক অনুযায়ী উদ্ভাবন ও সেবা সহজীকরণ বিষয়ে ০১ (এক) দিনের একটি কর্মশালা গত ০৯ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া, লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অন্যান্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সভাপতি বলেন যে, ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত হালনাগাদ প্রতিবেদন মাসিক অভ্যন্তরীণ সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত হালনাগাদ প্রতিবেদন মাসিক অভ্যন্তরীণ সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	(১) যুগ্মসচিব (উন্নয়ন-৩) ও চীফ ইনোভেশন অফিসার, রেলপথ মন্ত্রণালয়; (২) সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩.১৫	ওয়েবসাইট ব্যবস্থাপনা	সিনিয়র সিস্টেমস এনালিষ্ট, সভায় জানান যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের দৈনন্দিন কার্যক্রমের যাবতীয় তথ্য/ছবি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে নিয়মিত আপলোডকরত: ওয়েবসাইটটি হালনাগাদ করা হচ্ছে। সভাপতি বলেন যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের সকল মেন্যু, সাব-মেন্যু, সেবা বক্স ও লিংকের সংখ্যা উল্লেখপূর্বক হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং মন্ত্রণালয়ের দৈনন্দিন কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য/ছবি ওয়েবসাইট ও সোস্যাল মিডিয়ায় নিয়মিত আপলোডকরত: ওয়েবসাইটটি হালনাগাদ রাখতে হবে।	(ক) রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের মেন্যু, সাব-মেন্যু, সেবা বক্স ও লিংকের সংখ্যা উল্লেখপূর্বক হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হবে; এবং (খ) মন্ত্রণালয়ের দৈনন্দিন কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য/ছবি ওয়েবসাইটে নিয়মিত আপলোডকরত: ওয়েবসাইটটি হালনাগাদ রাখতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয়; ২। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন)
সচিব

নং ৫৪.০০.০০০০.০০৮.০০৬.১১.১৭-৬০৯

তারিখ: ১৮ কার্তিক ১৪২৬ / ০৩ নভেম্বর ২০১৯

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০২। যুগ্ম-সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০৩। উপ-সচিব/উপ-প্রধান (সকল)/অতিরিক্ত প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০৪। সচিবের একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০৫। সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০৬। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
০৭। সিস্টেম এনালিস্ট/প্রোগ্রামার/সহকারী প্রোগ্রামার/মেইনটেন্যান্স ইন্জিনিয়ার, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাক।
০৮। সিনিয়র তথ্য অফিসার, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০৯। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১০। প্রশাসনিক কর্মকর্তা/ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।

(আলতাফ হোসেন সেখ)
উপসচিব
ফোনঃ ৪৭১২৪৩১৫
admin2@mor.gov.bd